

প্রশিক্ষার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ
পিরোজপুর

প্রশ্নঃ ১) বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গ্রুপ আইডি ব্যবহারের ক্ষেত্রে হ্যাকিং কিংবা নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে কিনা?

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গ্রুপ আইডি বলতে এমন একটি সেবাকে বোঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে এক গ্রুপের সদস্যরা একে অন্যের সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদান করতে পারেন। ২০১৮ সালের অক্টোবরে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে রিয়েল টাইম যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করতে ‘চ্যাট ইন ফেসবুক গ্রুপস’ অপশনটি চালু করেছিল ফেসবুক। সাধারণ ফেসবুক আইডির ন্যায় ‘ফেসবুক গ্রুপ’ ও একধরনের আইডি। তাই ফেসবুকের ন্যায় ‘ফেসবুক গ্রুপ’ ও হ্যাক হতে পারে। তাই সাধারণ ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডির ন্যায় ‘ফেসবুক গ্রুপ’ এর জন্য নিরাপত্তামূলক ফিচারসমূহ ব্যবহার করুন।

প্রশ্নঃ ২) ফেসবুক আইডি লগ ইন করে রাখা হলে ফেসবুক বা অন্য কোন মাধ্যমে আমার ফোনের তথ্য চুরি হতে পারে কী?

আপনার ফেসবুক একাউন্ট লগ ইন করে রাখলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ আপনার কোন তথ্য চুরি করেনা। কেননা আপনার প্রদত্ত সকল তথ্য এমনিতেই ফেসবুকের সার্ভারে জমা থাকে। তবে আপনার ফেসবুক আইডি লগ ইন করে রাখলে ফেসবুক হ্যাকারগণ হ্যাকিং বা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে আপনার ফোনের তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে। তাই ফেসবুক আইডি ব্যবহারের সময় ব্যতিত অন্য সময়ে আপনার ফেসবুক আইডি অবশ্যই লগ আউট করে রাখুন।

প্রশ্ন ৩) হ্যাক হয়ে যাওয়া অনলাইন অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করার পরে পুনরায় ব্যবহার করা নিরাপদ কিনা?

উত্তরঃ কোন অনলাইন অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে উক্ত অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করার পরে ব্যবহার করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। মোবাইল নাম্বার অথবা জিমেইল দিয়ে অনলাইন একাউন্ট খোলা হয়ে থাকলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হবে। এছাড়া পুনরুদ্ধারকৃত অনলাইন একাউন্টে অবশ্যই টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন সিস্টেম চালু করতে হবে। এছাড়া নিজস্ব ডিভাইস ব্যতীত অন্য সকল ডিভাইস হতে একাউন্টটি লগ আউট করে নিতে হবে।

প্রশ্ন ৪) একজন ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তির ছবিকে অশ্লীল/বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে ফেসবুক বা অন্য কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দিলে এর বিরুদ্ধে প্রতিকার কী?

উত্তরঃ ফেসবুকে আপত্তিকর স্ট্যাটাস, বিদ্বেষমূলক কথা বা হেট স্পিচ দিয়ে, ছবি বিকৃত করে, ভুয়া পেজ ও আইডি খুলে অধরণের অপরাধসমূহ সংঘটিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিকারের উপায় রয়েছে। ভুক্তভোগী চাইলে যিনি হয়রানি করছেন তার বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় অভিযোগ করতে পারেন। এছাড়াও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন। তবে এসব ক্ষেত্রে যত বেশি সম্ভব তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করে রাখুন। তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে-

১. সংশ্লিষ্ট আইডির ইউ আর এলসহ স্ক্রীনশট সংগ্রহ করে রাখুন।
২. পোস্টের তারিখ ও সময়সহ ইউ আর এল সংবলিত তথ্যের এক বা একাধিক কপি প্রিন্ট করে রাখুন।
৩. কোন ভাবেই সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমাণ মুছে ফেলবেন না বা ডিলিট করবেন না।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের পাশাপাশি আপনি সাইবার ট্রাইব্যুনালে পিটিশন মামলা দায়ের করতে পারেন। অন্যদিকে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসিতে অভিযোগ করতে পারেন, সমাধান মিলবে। এছাড়াও ফেসবুকে সরাসরি রিপোর্ট করারও ব্যবস্থা রয়েছে। উপযুক্ত তথ্যাদি দিতে পারলে ফেসবুক আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে।